সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
বদরুল আলম নাবিল

প্রতিবেদক
আসাদুর রহমান, জব্বার হোসেন
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান

সহযোগী প্রতিবেদক
হাসান মূর্তাজা

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, পারভীন তানী
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর

বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুননেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

প্রধান গ্রাফিক্স ডিজাইনার
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে
মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত ও
ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বদলে দিয়েছে অর্থনীতি, বদলে দিয়েছে মানুষের আচার-আচরণ। আধুনিক মানুষ, আধুনিক সমাজ এবং আধুনিক রাষ্ট্রের অনেক কিছুই এখন টেলি-প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলো তো বটেই, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোও নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে টেলি-প্রযুক্তি সহজলভ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে। পিছিয়ে আছি আমরাই। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের জন্য টেলিফোনের সংখ্যা এখন ৫০ লাখ। এর মধ্যে মাত্র ১০ লাখ টিঅ্যান্ডটির ল্যান্ডফোন। স্বাধীন বাংলাদেশের ৩৪ বছরে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিটিটিবির অর্জন মাত্র ১০ লাখ গ্রাহক। একবিংশ শতকে এসেও আমাদের দেশে টিএন্ডটি টেলিফোন এখনো সোনার হরিণ। পুরনো ঢাকার ইসমাইল মিয়া আবেদন করার ২৭ বছর পর পেয়েছিলেন ফোন সংযোগ; তাও পত্রিকায় খবর হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর অফিসের নির্দেশে। এরকম ইসমাইল মিয়া আছেন লাখ লাখ।

টেলিযোগাযোগের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ও কার্যকর কমিশন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। অদক্ষ, প্রযুক্তিজ্ঞানহীন সাবেক আমলা ও সরকারের কাছের লোকদের দিয়ে বিটিআরএসি চলবে না।

টিএন্ডটি বোর্ডকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিটিটিবির কাঠামোগত পরিবর্তন করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করার চিন্তা করছে সরকার। সিবিএ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। অভিযোগ আছে, আন্দোলনের নামে সিবিএ নেতারা নিজেরা তো কাজ করছেই না, উপরন্তু অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে বাধা দিচ্ছে। একটি প্রবাদ চালু আছে, টিএন্ডটি চালায় মাত্র দু'জন- একজন চেয়ারম্যান, আরেকজন লাইনম্যান। টিএন্ডটিতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সিবিএ তথা কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। টেলিটক চালু করতে গিয়ে বিটিটিবি যে খেল দেখিয়েছে তাতে পুরনো আশঙ্কাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, এ কাজ সরকারের নয়। বরং এ বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ ফিক্সডফোনের ক্ষেত্রে করলে দেশের আরো অনেক লোকের ঘরে টিএন্ডটি ফোন চলে যেতো।

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

8 el 1 msL¨v 13 †g 2005

c"Q‡`i g‡Wj : এ্যানি ও শান্ Qwe : তুহিন হোসেন